২০২১

আধুনিক ভারতীয় ভাষা - বাংলা

(কলা/বিজ্ঞান/সংগীত বিভাগ)

পূর্ণমান - ৫০

প্রান্তলিখিত সংখ্যাগুলি পূর্ণমান নির্দেশক।
উত্তর যথাসম্ভব নিজের ভাষায় লেখা বাঞ্ছনীয়।

১। নিম্নোদ্ধৃত ***যে-কোনো একটি*** প্রবন্ধের অংশ অবলম্বনে প্রদত্ত প্রশ্নের উত্তর নিজের ভাষায় লেখো।

(ক) আমাদের দেশে চিরকাল আনন্দ-উৎসবের সূত্রে লোককে সাহিত্যরস ও ধর্মশিক্ষা দান করা হইয়াছে। সম্প্রতি নানা কারণবশতই অধিকাংশ জমিদার শহরে আকৃষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদের পুত্র-কন্যার বিবাহাদি ব্যাপারে যাহা-কিছু আমোদ আহ্লাদ, সমস্তই কেবল শহরের ধনী বন্ধুদিগকে থিয়েটার ও নাচগান দেখাইয়াই সম্পন্ন হয়। অনেক জমিদার ক্রিয়াকর্মে প্রজাদের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিতে কুণ্ঠিত হন না— সে স্থলে 'ইতরে জনাঃ' মিষ্টান্নের উপায় জোগাইতে থাকে, কিন্তু 'মিষ্টান্নম্' 'ইতরে জনাঃ' কণামাত্র ভোগ করিতে পায় না— ভোগ করেন 'বান্ধবাঃ' এবং 'সাহেবাঃ'। ইহাতে বাংলার গ্রামসকল দিনে দিনে নিরানন্দ হইয়া পড়িতেছে এবং যে সাহিত্যে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার মনকে সরস ও শোভন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা প্রত্যহই সাধারণ লোকের আয়ত্তাতীত হইয়া উঠিতেছে। আমাদের এই কল্পিত মেলা-সম্প্রদায় যদি সাহিত্যের ধারা, আনন্দের স্রোত বাংলার পল্লীদ্বারে আর একবার প্রবাহিত করিতে পারেন, তবে এই শস্য শ্যামলা বাংলার অন্তঃকরণ দিনে দিনে শুষ্ক মরুভূমি হইয়া যাইবে না।

আমাদিগকে এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, যে-সকল বড়ো বড়ো জলাশয় আমাদিগকে জলদান স্বাস্থ্যদান করিত, তাহারা দূষিত হইয়া কেবল যে আমাদের জলকষ্ট ঘটাইয়াছে তাহা নহে, তাহারা আমাদিগকে রোগ ও মৃত্যু বিতরণ করিতেছে— তেমনি আমাদের দেশে যে-সকল মেলা ধর্মের নামে প্রচলিত আছে, তাহাদেরও অধিকাংশ আজকাল ক্রমশ দূষিত হইয়া কেবল যে লোকশিক্ষার অযোগ্য হইয়াছে তাহা নহে, কুশিক্ষারও আকর হইয়া উঠিয়াছে। উপেক্ষিত শস্যক্ষেত্রে শস্যও হইতেছে না, কাঁটাগাছও জন্মিতেছে। এমন অবস্থায় কুৎসিত আমোদের উপলক্ষ এই মেলাগুলিকে যদি আমরা উদ্ধার না করি, তবে স্বদেশের কাছে ধর্মের কাছে অপরাধী হইব।

বিদেশী চিরদিন আমাদের স্বদেশকে অন্নজল ও বিদ্যা ভিক্ষা দিবে, আমাদের কর্তব্য কেবল এই যে, ভিক্ষার অংশ মনের মতো না হইলেই আমরা চীৎকার করিতে থাকিব? কদাচ নহে, কদাচ নহে! স্বদেশের ভার আমরা প্রত্যেকেই এবং প্রতিদিনই গ্রহণ করিব— তাহাতে আমাদের গৌরব, আমাদের ধর্ম। এইবার সময় আসিয়াছে যখন আমাদের সমাজ একটি সুবৃহৎ স্বদেশী সমাজ হইয়া উঠিবে। সময় আসিয়াছে যখন প্রত্যেকে জানিবে আমি একক নহি— আমি ক্ষুদ্র হইলেও আমাকে কেহ ত্যাগ করিতে পারিবে না এবং ক্ষুদ্রতমকেও আমি ত্যাগ করিতে পারিব না।

(অ) পূর্বে আমাদের দেশে সাহিত্য ও ধর্মশিক্ষা কীভাবে দান করা হত?

(আ) কীভাবে এই দানের স্রোত রুদ্ধ হল?

(ই) বাংলার গ্রামসকল দিনে দিনে নিরানন্দ হয়ে পড়ছে কেন?

(ঈ) শস্য শ্যামল বাংলার অন্তর রক্ষা পাবে কী করে?

(উ) জলাশয় এবং মেলা তুলনীয় কেন?

(ঊ) আমাদের সমাজ 'সুবৃহৎ স্বদেশী সমাজ' হয়ে উঠবে কীভাবে? ২+২+৩+২+৩+৩

(খ) আমাদের শয়ন-কক্ষে যেমন সূর্যালোক প্রবেশ করে না, তদ্রূপ মনোকক্ষেও জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিতে পায় না। যেহেতু আমাদের উপযুক্ত স্কুল কলেজ একপ্রকার নাই। পুরুষ যত ইচ্ছা অধ্যয়ন করিতে পারেন— কিন্তু আমাদের নিমিত্ত জ্ঞানরূপ সুধাভাণ্ডারের দ্বার কখনও সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত হইবে কি? যদি কোন উদারচেতা মহাত্মা দয়া করিয়া আমাদের হাত ধরিয়া তুলিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে সহস্র জনে বাধাবিঘ্ন উপস্থিত করেন।

সহস্র জনের বাধা ঠেলিয়া অগ্রসর হওয়া একজনের কার্য নহে। তাই একটু আশার আলোক-দীপ্তি পাইতে-না পাইতে চির নিরাশার অন্ধকারে বিলীন হয়। স্ত্রী-শিক্ষার বিরুদ্ধে অধিকাংশ লোকের কেমন একটা কুসংস্কার আছে যে, তাঁহারা 'স্ত্রীশিক্ষা' শব্দ শুনিলেই 'শিক্ষার কুফলের' একটা ভাবী বিভীষিকা দেখিয়া শিহরিয়া উঠেন। অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের শত দোষ সমাজ অম্লানবদনে ক্ষমা করিয়া থাকে, কিন্তু সামান্য শিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলা দোষ না করিলেও সমাজ কোন কল্পিত দোষ শতগুণ বাড়াইয়া সে বেচারীর ঐ "শিক্ষার" ঘাড়ে চাপাইয়া দেয় এবং শত কণ্ঠে সমস্বরে বলিয়া থাকে 'স্ত্রীশিক্ষাকে নমস্কার'।

আজি কালি অধিকাংশ লোকে শিক্ষাকে কেবল চাকুরি লাভের পথ মনে করে মহিলাগণের চাকুরি গ্রহণ অসম্ভব, সুতরাং এই সকল লোকের চক্ষে স্ত্রীশিক্ষা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

আমাদের উচিত যে, স্বহস্তে উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করি। এক স্থলে আমি বলিয়াছি "ভরসা কেবল পতিতপাবন", কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, ঊর্ধ্বে হস্ত উত্তোলন না করিলে পতিতপাবনও হাত ধরিয়া তুলিবেন না। ঈশ্বর তাহাকেই সাহায্য করেন, যে নিজে নিজের সাহায্য করে ("God helps those that help themselves")। তাই বলি আমাদের অবস্থা আমরা চিন্তা না করিলে আর কেহ আমাদের জন্য ভাবিবে না ভাবিলেও তাহাতে আমাদের ষোল আনা উপকার হইবে না।

অনেকে মনে করেন যে, পুরুষের উপার্জিত ধন ভোগ করে বলিয়া নারী তাহার প্রভুত্ব সহ্য করে। কথাটা অনেক পরিমাণে ঠিক। বোধ হয়, স্ত্রীজাতি প্রথমে শারীরিক শ্রমে অক্ষম হইয়া পরের উপার্জিত ধনভোগে বাধ্য হয় এবং সেইজন্য তাহাকে মস্তক নত করিতে হয়। কিন্তু এখন স্ত্রীজাতির মন পর্যন্ত দাস (enslaved) হওয়ায় দেখা যায়, যে স্থলে দরিদ্রা স্ত্রীলোকেরা সূচিকর্ম বা দাসীবৃত্তি দ্বারা অর্থ উপার্জন করিয়া পতি পুত্র প্রতিপালন করে, সেখানেও ঐ অকর্মণ্য পুরুষেরাই 'স্বামী' থাকে। আবার যিনি স্বয়ং উপার্জন না করিয়া প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণীকে বিবাহ করেন তিনিও ত স্ত্রীর উপর প্রভুত্ব করেন এবং স্ত্রী তাঁহার প্রভুত্বে আপত্তি করেন না। ইহার কারণ এই যে, বহুকাল হইতে নারী-হৃদয়ের উচ্চ বৃত্তিগুলি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হওয়ায়, নারীর অন্তর, বাহির, মস্তিষ্ক, হৃদয় সবই 'দাসী' হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর আমাদের স্বাধীনতা, ওজস্বিতা বলিয়া কোন বস্তু নাই— এবং তাহা লাভ করিবার প্রবৃত্তি পর্যন্ত লক্ষিত হয় না।

(অ) কাদের মনোকক্ষে কেন জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করতে পারে না?

(আ) স্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কে অধিকাংশ লোকের মনে কী কুসংস্কার আছে?

(ই) স্ত্রী শিক্ষা তাদের চোখে অনাবশ্যক কেন?

(ঈ) স্ত্রী-জাতিকে নিজের অবস্থা নিজেই চিন্তা করতে হবে কেন?

(উ) স্ত্রী জাতির দাসত্বের কারণ হিসাবে অনেকে কোন বিষয়কে দায়ী করেন? (১+১)+৪+৩+৩+৩

২। (ক) অনলাইন ব্যবস্থায় লেখাপড়ার সুবিধা-অসুবিধা বিষয়ে অনধিক **১৫০** শব্দে সংবাদপত্রে প্রকাশের উপযোগী একটি প্রতিবেদন রচনা করো। ১০

অথবা,

(খ) সংবাদপত্রে প্রকাশিত নিম্নলিখিত অংশটির অনধিক ৫০ শব্দে পুনর্নির্মাণ করো। ১০

মন্দিরের দু'নম্বর গেটের সামনে দর্শনার্থীদের থিকথিকে ভিড় ভোর থেকেই। দূরত্ব-বিধির বালাই নেই। অধিকাংশ দর্শনার্থীর মাস্ক নেমেছে থুতনিতে। গেটের পাশে মোতায়েন পুলিশকর্মীরা মাইক হাতে শারীরিক দূরত্ব মানা ও মাস্ক পরার কথা বললেও হুঁশ নেই অধিকাংশ দর্শনার্থীরই। মঙ্গলবার, বিপত্তারিণী পুজোর ধাক্কায় এভাবেই কালীঘাট মন্দিরে ফের ধুয়েমুছে সাফ করোনা-বিধি।

সংক্রমণের হার কমাতে সরকারি কড়াকড়ি কিছুটা শিথিল হতেই কালীঘাট মন্দিরে আসা দর্শনার্থীদের অধিকাংশই করোনা-বিধি শিকেয় তুলে দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আর এ দিন বিপত্তারিণীর পুজো উপলক্ষে সেই পরিস্থিতিই লাগামছাড়া হয়ে যায়। সকাল থেকে মন্দিরের আশেপাশে অনেককেই প্রায় ধমক দিয়ে মাস্ক পরতে বাধ্য করেন পুলিশকর্মীরা। কিন্তু পুলিশ সরে যেতেই আবার যে কে সেই। এক দর্শনার্থী বললেন, "ভিড়ে সংক্রমণ হবে না। করোনা থেকে মুক্তির জন্যই তো বিপত্তারিণীর পুজো করা হচ্ছে। তিনিই সব বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন।"

শুধু মন্দিরের বাইরে নয়, গর্ভগৃহের সামনের বারান্দায় লোকসমাগম-এ দিন হার মানিয়েছে বনগাঁ লোকালের ভিড়কেও। অথচ মন্দিরের মূল গেটে দর্শনার্থীদের শরীরের তাপমাত্রা মাপার বন্দোবস্ত ছিল না। ছিলেন না মন্দিরের কোনও রক্ষীও। গর্ভগৃহ থেকে বেরোনোর পথে হাতে গোনা পুলিশকর্মী থাকলেও ভিড় সামলাতে কার্যত হিমশিম খেয়েছেন তাঁরা।

এ দিন সকালেও গেটের বাইরে পাণ্ডারা 'বিশেষ' দর্শনার্থীদের জন্য আলাদা লাইন তৈরি করেন। মোটা টাকা প্রণামীর বিনিময়ে চার নম্বর গেট দিয়ে (যে গেট দিয়ে শুধু বেরোনোর কথা) 'বিশেষ' দর্শনার্থীদের মন্দিরের ভিতরে ঢোকাচ্ছিলেন তাঁরা। তবে বেলা বাড়লে সেই লাইন বন্ধ করে দেয় পুলিশ।

কেন এই অবস্থা? মন্দির চত্বরে কর্তব্যরত এক পুলিশকর্মী বলেন, "মানুষ সচেতন না হলে সব জায়গাই সংক্রমণের আঁতুড়ঘর হয়ে উঠতে পারে। সরকারি প্রচার সত্ত্বেও মানুষ যে এখনও সচেতন নন, তা আজ স্পষ্ট।" আলিপুর আদালতের আইনজীবীদের একাংশের বক্তব্য, "এই পরিস্থিতি কলকাতা হাইকোর্ট ও রাজ্য সরকারের নজরে আনার প্রয়োজন রয়েছে। কালীঘাট মন্দিরের এই পরিস্থিতি থেকে সারা কলকাতায় সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়তে পারে। মন্দির কমিটির ভূমিকা অত্যন্ত লজ্জাজনক। এই বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের নজরদারির প্রয়োজন।"

পরিস্থিতি যে উদ্বেগজনক, তা মানছেন মন্দির কর্তৃপক্ষও। মন্দিরের সেবায়েত কাউন্সিলের সম্পাদক দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় বলছেন, "পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে। আলিপুরের জেলা বিচারক ও কলকাতা পুলিশের কমিশনারের কাছে বিশদে এই তথ্য তুলে ধরা হবে। অবিলম্বে কঠোর ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন করা হবে।" কালী টেম্পল কমিটির কোষাধ্যক্ষ কল্যাণ হালদারের প্রতিক্রিয়া, "কয়েক দিন ধরে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হয়েছে। বৈঠকে বিশদে আলোচনা করে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হবে।"

৩। *যে-কোনো পাঁচটি* শব্দের বাংলা পরিভাষা লেখো— ৫

Aesthetics, Article, Censor Board, Grant, Note of dissent, Pilot Project, Quack, Sabotage, Ultimatum, Vocational.

৪। (ক) 'শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে...' এই কবিতা রচনার পটভূমি সংক্ষেপে বর্ণনা করে কবিতাটির মূল বক্তব্য আলোচনা করো। ১০

অথবা,

(খ) 'চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ সেথা শির'— কবিতাটির কাব্যসৌন্দর্য বিশ্লেষণ করো। ১০

৫। (ক) 'জীবিত ও মৃত' গল্পের নামকরণের সার্থকতা বিচার করো। ১০

অথবা,

(খ) 'ধ্বংস' গল্প অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যুদ্ধবিরোধী মনোভাবের পরিচয় দাও। ১০